দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 JUL 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের আয়কর আরোপকে কেন্দ্র করে জটিলতা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

দেশের বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের সরকারপ্রদত্ত বেতনের ওপর আয়কর আরোপকে কেন্দ্র করে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কলেজ শিক্ষকরা আয়কর আরোপকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে তা প্রদান থেকে বিরত রয়েছেন। অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকদের ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

জানা যায়, শিক্ষকদের দাবির প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের বেতনের ওপর আয়কর আরোপ না করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বিভিন্ন সময় সুপারিশ করে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কিছুই জানায়নি। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও শিক্ষকদের কিছু বলতে পারছে না। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু না জানানো পর্যন্ত শিক্ষকরা আয়কর প্রদান থেকে বিরত থাকার অঘোষিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উর্ধতন একটি সূত্র জানায়, '৯৪ সাল থেকে সকল বেসরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষকের আয়কর দেবার কথা। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষকদের কাছ থেকে মানবিক কারণে আয়কর নেয়া হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলে নতুন জাতীয় বেতনস্কেলে বেসরকারী শিক্ষকরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এতদিন মানবিক কারণে তাঁদের বেতনাংশের ওপর আয়কর আরোপ করা হয়নি। ঐ কর্মকর্তা আরও জানান, এখন আয়কর আরোপ ও তা আদায়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

এদিকে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্নস্থানে বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের ওপর আয়কর বিবরণী দাখিলের নোটিস জারি করা হয়েছে। আয়কর প্রদান প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, বেসরকারী কলেজ শিক্ষকরা আয়কর প্রদান করবে কিনা সেটা সরকারের নীতি নির্ধারণী বিষয়। শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে এ বিষয় ঠিক করতে হবে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির দুই অংশের সভাপতিদ্বয় অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান ও শেখ আমানুল্লাহ বলেন, যেহেতু সরকারী শিক্ষকদের আয়কর সরকার প্রদত্ত বলে ধরে নেয়া হয়, সেহেতু বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের যে অংশ সরকার দিয়ে দেয় তার আয়করও দিয়ে দেয়া যৌক্তিক। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বেসরকারী শিক্ষকদের আয়কর রেয়াতের জন্য প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কাছে দাবি জানান। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, বিষয়টি সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া ঠিক হবে না যাতে শিক্ষকরা হয়রানির শিকার হন।